# শাস্ত্র-বচন।

# SCRIPTURE TEXTS.

CALCUTTA:

PUBLISHED BY THE C. T. AND B. SOCIETY.

23, CHOWRINGHEE ROAD.

1887.

# PREFACE.

It is hoped that this book may be useful to Christian parents and teachers, but it was especially prepared for the use of Non-Christians, both as a supplement to the preaching of the gospel, and also as an easy and regular method of teaching the great truths concerning God, man, sin, and salvation, entirely in the words of Scripture where the living voice of the preacher cannot be heard.

W. H. Ball.

# নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

# শাস্ত্র-বচন।

## ১। শাস্ত্র।

সদাপ্রভুর শাস্ত্র সিদ্ধ ও প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর প্রমাণ-বাক্য বিশ্বসনীয়, ও অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ ও চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্ম্মল ও নয়নের দীপ্তিজনক। সদাপ্রভুর ভীতি পবিত্র ও নিত্যস্থায়ী; সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য ও সর্ব্বাংশে ন্যায্য। তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর তপ্তকাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, এবং মধু ও মৌচাকের রস-হইতেও সুস্বাদু। তোমার এই দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়; তাহা পালন করিলে মহাফল হয়। গীত ১৯; ৭-১১।

যুবমানুষ কেমন করিয়া আপন মার্গ বিশুদ্ধ করিবে? তোমার বাক্যানুসারে সাবধান হইলে তাহা করিবে। গীত ১১৯; ৯।

তুমি আপন আজ্ঞাদ্বারা শত্রুগণ অপেক্ষাও আমাকে জ্ঞানবান করিতেছ; হাঁ, তাহাই অনন্তকাল আমার। আমি তোমার প্রমাণ বাক্য সকল ধ্যান করি, এই কারণ আমার সমস্ত গুরু অপেক্ষা কৌশল প্রাপ্ত হই। গীত ১১৯; ৯৮—৯৯।

তোমার বচন সকল আমার টাকরায় কেমন মিষ্ট লাগে! তাহা আমার মুখে মধু হইতেও মধুর। গীত ১১৯; ১০৩।

তোমার বাক্য আমার চরণের প্রদীপ ও পথের আলোকস্বরূপ। গীত ১১৯; ১০৫।

তোমার বাক্যের বিকাশ আলো প্রদান করে, তাহা অমায়িক-দিগকে বিবেচক করে। গীত ১১৯; ১৩০।

 [5,000.

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য তুচ্ছ করে, সে তাহার দায়ী হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি আজ্ঞাতে ভয় করে, সে পুরস্কার পায়। হিতো ১৩; ১৩।

ঈশ্বরের প্রত্যেক বচন পরীক্ষাসিদ্ধ; তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ। হিতো ৩০; ৫।

হাঁ, বৃষ্টি কিম্বা হিম আকাশহইতে নামিয়া আইলে পর যেমন সেখানে ফিরিয়া যায় না, কিন্তু ভূমি আর্দ্র করিয়া ফলবতী ও উদ্ভিজ্জে ভূষিতা করে, এবং বপনকারী লোককে, বীজ ও ভক্ষককে ভক্ষ্য দেয়, আমার মুখ নির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা ফল বিনা, আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা সম্পন্ন কবিবে, এবং যাহার জন্য তাহা প্রেরণ করি তাহাতে সিদ্ধার্থ হইবে। যিশা ৫৫; ১০, ১১।

যীশু উত্তর করিলেন, তোমরা শাস্ত্র সকল এবং ঈশ্বরের প্রভাব বুঝ না, ইহা কি তোমাদের ভ্রান্তির কারণ নয়? মার্ক ১২; ২৪।

গগণের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। মার্ক ১৩; ৩১।

তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে অবোধেরা এবং ভাববাদীগণোক্ত সকল বাক্যে বিশ্বাস করণে মন্দমতিরা। লূক ২৪; ২৫।

পরে তিনি মোশি প্রভৃতি ভাববাদিগণ অবধি করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার বিষয়ক কথার ভাব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। লূক ২৪; ২৭।

তাহাদিগকে কহিলেন, মোশির ব্যবস্থাতে ও ভাববাদিগণের গ্রন্থে এবং গীতপুস্তকে আমার বিষয়ে যাহা২ লিখিত আছে, সে সকল অবশ্য সিদ্ধ হইবে, এই যে কথা, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকিবার সময়ে কহিয়াছিলাম, তাহা এখন সফল হইল। পরে তাহারা যেন শাস্ত্র সকল বুঝিতে পারে, এই নিমিত্তে তিনি তাহাদের বুদ্ধির দ্বার মুক্ত করিলেন। লূক ২৪; ৪৪, ৪৫।

শাস্ত্র আলোচনা কর; যেহেতুক তাহাতেই তোমরা আপনাদিগকে অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেছ; আর সেই শাস্ত্রই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। যোহ ৫; ৩৯।

যে কেহ আমাকে নিরাকরণ করে, এবং আমার কথা অগ্রাহ্য করে, তাহার বিচারকর্ত্তা আছে; ফলতঃ আমি যে বাক্য কহিয়াছি, তাহাই অন্তিম দিনে তাহার বিচার করিবে। যোহ ১২; ৪৮।

তবে যিহুদীর বিশেষ লাভ কি? এবং ত্বক্‌ছেদের বা উপকার কি? তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রচুর; প্রথমতঃ এই যে ঈশ্বরের বচনকলাপ তাহাদের নিকট গচ্ছিত হইয়াছে। রোম ৩; ১–২।

অতএব বিশ্বাস বার্ত্তা শ্রবণ হইতে, এবং বার্ত্তাশ্রবণ ঈশ্বরের বাক্যক্রমে হয়। রোম ১০; ১৭।

আর পূর্ব্বকালে যাহা২ লিখিত হইল, তাহা সকলই আমাদের শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত হইল, অর্থাৎ শাস্ত্রমূলক স্থৈর্য্য ও সান্ত্বনাদ্বারা আমাদের প্রত্যাশা লাভ যেন হয়। রোম ১৫; ৪।

এই কারণ আমরাও নিরন্তর ইহার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, যে আমাদের মুখে ঈশ্বরের বার্ত্তারূপ বাক্য শুনিতে পাইয়া তোমরা মনুষ্যদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য জানিয়া তাহা গ্রাহ্য করিয়াছিলা। তাহা ঈশ্বরের বাক্য বটে, এবং বিশ্বাসকারী তোমাদের মধ্যে নিজ কার্য্য সাধনও করিতেছে। ১ থিষ ২; ১৩।

তুমি আমার মুখে যাহা২ শুনিয়াছ, তাহা নিরাময় বাক্যের আদর্শ জানিয়া খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসে ও প্রেমে ধারণ কর। ২ তীমথি ১; ১৩।

ইহাও জান যে, শিশুকালাবধি সেই পবিত্র শাস্ত্র সংঘ জ্ঞাত আছ, যাহা খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাসদ্বারা তোমাকে পরিত্রাণের নিমিত্তে বিজ্ঞ করিতে পারে। তাহার যাবতীয় শাস্ত্র ঈশ্বরনিশ্বসিত, এবং শিক্ষার, অনুযোগের, পতিতোত্থাপনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, ফলতঃ তাহাতে ঈশ্বরের লোক

পরিপক্ক ও যাবতীয় সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়। ২ তীমথি ৩; ১৫—১৭।

কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবনযুক্ত, ও স্বকার্য্য সাধক, ও যাবতীয় দ্বিধার খড়্গা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার বিচারক। ইব্রী ৪ ; ১২।

তিনি নিজ মানসক্রমেই সত্যস্বরূপ বাক্যদ্বারা, আমাদিগকে জন্ম দিয়াছেন ; আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের অগ্রিমাংশ স্বরূপ হই, এই তাঁহার অভিপ্রায়। যাকোব ১ ; ১৮।

অতএব তোমরা যাবতীয় অশুচিতা এবং হিংসারূপ বাড়তি ভার ফেলিয়া দিয়া, যে রোপিত বাক্য তোমাদের জীবাত্মার পরিত্রাণ সাধনে সমর্থ, তাহাই মৃদুভাবে গ্রহণ কর। যাকোব ১ ; ২১।

যেহেতুক তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য্যহইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য্য হইতে ঈশ্বরের জীবনময়, ও চিরস্থায়ী বাক্যদ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ। ১ পিত ১ ; ২৩।

কিন্তু প্রভুর বাক্য অনন্তকাল থাকে। আর এ সেই বাক্য যাহা সুসমাচার দ্বারা তোমাদের নিকটে প্রচারিত হইয়াছে। ১ পিতর ১ ; ২৫।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তাহার অন্তরে থাকে, ঈশ্বরেতে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে ; যেহেতুক ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সে বিশ্বাস করে নাই। আর সাক্ষ্যটী এই যে ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, এবং সেই জীবন তাঁহার পুত্রেতে আছে। ১ যোহন ৫ ; ১০—১১।

এই ভাববাণীর উক্তিসমূহের যে পাঠক ও যে শ্রোতারা ইহাতে লিখিত কথা পালন করে, তাহারা ধন্য, কেননা সময় সন্নিকট। প্রকা ১ ; ৩।

যাহারা এই পুস্তকে লিখিত ভাববাণীর বচন সকল শ্রবণ করে, তাহাদের প্রত্যেক জনকে আমি সাক্ষ্য দিয়া কহিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর তাহার সহিত এই পুস্তকে লিখিত উৎপাত সকল যোগ করিবেন। আর যদি কেহ এই ভাববাণীর পুস্তকান্তর্গত সকল বচনহইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর জীবনবৃক্ষ হইতে ও পুণ্যনগর হইতে অর্থাৎ এই গ্রন্থে লিখিত মঙ্গল হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন। প্রকা ২২; ১৮, ১৯।

---

## ২। ঈশ্বর এক।

আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক। যাত্রা ২০; ৩।

সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, ইহা যেন জ্ঞাত হও, তন্নিমিত্ত ঐ সকল তোমাকেই প্রদর্শিত হইল। ঊর্দ্ধস্থ স্বর্গে ও অধঃস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই ঈশ্বর, অন্য কেহ নাই, ইহা তুমি অদ্য জ্ঞাত হও, ও আপন হৃদয়ে ইহা বিবেচনা কর। ২ বিব ৪; ৩৫,৩৯।

হে ইস্রায়েল, শুন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু। ২ বিব ৬; ৪।

এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি; আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই। ২ বিব ৩২; ৩৯।

সদাপ্রভু কহেন, তোমরাই আমার সাক্ষী, এবং আমার মনোনীত দাস। অতএব জ্ঞানবান হও, ও আমাতে বিশ্বাস কর, এবং আমিই তিনি, ইহা বুঝ; আমার পূর্ব্বে কোন ঈশ্বর নির্ম্মিত হয় নাই, এবং আমার পরেও হইবে না। যিশা ৪৩; ১০।

যে সদাপ্রভু ইস্রায়েলের রাজা ও মুক্তিদাতা, সেই বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি আদি এবং আমি অন্ত, আমা ভিন্ন কোন ঈশ্বর নাই। যিশা ৪৪; ৬।

হাঁ, তোমরাই আমার সাক্ষী; আমা ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর কি আছে? অন্য ধর তো নাই, আমি [কাহাকেও] জানি না। যিশা ৪৪; ৮।

একমাত্র সত্য ঈশ্বর যে তুমি, তোমাকে এবং তোমার প্রেরিত যীশু খ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়া, ইহাই অনন্ত জীবন। যোহ ১৭; ৩।

দেবমূর্ত্তি জগতিস্থ কিছুই নয়, এবং এক ঈশ্বরো দ্বিতীয়ো নাস্তি। ১ কর ৮; ৪।

আমাদের জন্যে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁহা হইতে যাবতীয় বস্তু হইয়াছে, ও যাঁহার নিমিত্তে আমরা আছি; এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁহা দ্বারা যাবতীয় বস্তু হইয়াছে, এবং যাহা দ্বারা আমরা আছি। ১ কর ৮; ৬।

সকলের পিতা ঈশ্বর এক, তিনি সকলকার উপরে, সকলেতে ব্যাপ্ত, ও সকলের অন্তরে আছেন। ইফি ৪; ৬।

একমাত্র ঈশ্বর আছেন, এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের মধ্যে এক-মাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু। ১ তীম ২; ৫।

---

## ৩। ঈশ্বর আত্মা এবং অদৃশ্য।

আরো কহিলেন, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিতে পাইয়া বাঁচে, এমন হয় না। যাত্রা ৩৩; ২০।

ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; পিতার ক্রোড়ে যে একজাত পুত্র আছেন, তিনি তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোহ ১; ১৮।

ঈশ্বর আত্মাই; আর তাঁহার ভজনাকারিদিগকে আত্মার ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়। যোহ ৪; ২৪।

কেহ পিতাকে দেখিয়াছে, তাহা নয়; যিনি ঈশ্বর হইতে হন কেবল তিনি পিতাকে দেখিয়াছেন। যোহ ৬; ৪৬।

যুগপর্য্যায়ের অক্ষয় অদৃশ্য রাজা যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বর, যুগ পর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁহারই মহিমা হউক। ১ তীম ১ ; ১৭।

মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখন তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, পাইতে পারেও না; তাঁহার সমাদর ও অনন্তকাল স্থায়ী পরাক্রম হউক। ১ তীম ৬ ; ১৬।

---

## ৪। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্।

এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি; আমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই; আমি বধ করি, ও জীবন দান করি; আমি ক্ষত করি, ও সেই আমি সুস্থ করি; আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ কেহই নাই। ২ বিব ৩২ ; ৩৯।

আমি জানি, তুমি সকলই করিতে পার; কোন কল্পনা তোমার অসাধ্য নাই। ইয়ো ৪২ ; ২।

বাহিনীগণের সদাপ্রভু শপথ করিয়া কহেন, আমি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, তদ্রূপ অবশ্য ঘটিবে, এবং যে মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহা স্থির হইবে।..হাঁ, বাহিনীগণের সদাপ্রভুই মন্ত্রণা করিয়াছেন, কে তাহা ব্যর্থ করিবে? ও তাঁহারই হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছে কে তাহা ফিরাইবে? যিশা ১৪ ; ২৪, ২৭।

তুমি কি জান নাই, এবং শুনও নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ক্লান্ত হন না, ও শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। যিশা ৪০ ; ২৮।

তাহাতে যীশু তাহাদের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের অসাধ্য নয়, যেহেতুক ঈশ্বরের সকলই সাধ্য। মার্ক ১০ ; ২৭।

আমাদিগেতে স্বকার্য্যসাধক প্রভাবানুসারে যিনি সকলাপেক্ষা

অধিক [অথচ] আমাদের যাচ্ঞার ও বুদ্ধির নিতান্ত অতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীর মধ্যে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের অনন্তকালের সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। ইফি ৩, ২০, ২১।

হাল্লিলুয়া, কেননা আমাদের সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রভু রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রকা ১৯; ৬।

## ৫। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

একমাত্র তুমিই যাবতীয় মনুষ্য সন্তানদের অন্তঃকরণ জ্ঞাত আছ। ১ রাজা ৮; ৩৯।

মনুষ্যের আচার ব্যবহারে ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে; তিনি তাহার যাবতীয় পাদসঞ্চার দেখেন; অধর্ম্মাচারীগণ যাহাতে লুকাইতে পারে, এমন অন্ধকার কি মৃত্যুচ্ছায়া নাই। ইয়ো ৩৪; ২১, ২২।

তবে কি ঈশ্বর তাহার অনুসন্ধান করিবেন না? যেহেতুক তিনি অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সকল জানেন। গীত ৪৪; ২১।

যিনি কর্ণের রোপণকারী, তিনি কি শুনেন না? যিনি চক্ষুর নির্ম্মাতা তিনি কি দেখেন না? সদাপ্রভু মনুষ্যদের কল্পনা সকল জ্ঞাত আছেন, ফলতঃ তাহা অসার। গীত ৯৪; ৯, ১১।

তুমি আমার গমন ও শয়ন তদন্ত করিতেছ, ও আমার সমস্ত গতি ভালরূপে জানিতেছ। বস্তুতঃ, হে সদাপ্রভো, দেখ, আমার জিহ্বাগ্রে কথা না আসিতে তুমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছ। গীত ১৩৯; ৩, ৪।

আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলায়ন করিব? গীত ১৩৯; ৭।

সদাপ্রভুর নেত্রযুগল সর্ব্বত্র থাকিয়া অধম ও উত্তমদিগকে অবলোকন করে। হিতো ১৫; ৩।

পাতাল ও বিনাশস্থান সদাপ্রভুর সম্মুখে আছে; তবে মনুষ্য-সন্তানদের হৃদয় কি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী নয়? হিতো ১৫; ১১।

সদাপ্রভু কহেন, আমি দেখিতে না পাইব, এমত গুপ্ত স্থানে কি কেহ লুকাইতে পারে? সদাপ্রভু কহেন, আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? যির ২৩; ২৪।

অনাদিকালাবধি ঈশ্বর আপনার সমস্ত কর্ম্ম জ্ঞাত আছেন। প্রেঃ ক্রিঃ ১৫; ১৮।

এবং তাঁহার দৃষ্টি হইতে কোন সৃষ্ট বস্তু তিরোহিত নয়; কিন্তু যাঁহার কাছে আমাদিগকে আপন আপন কথা কহিতে হয়, তাঁহার চক্ষুর্গোচরে সকলই নগ্ন ও অনাবৃত রহিয়াছে। ইব্রী ৪; ১৩।

## ৩। ঈশ্বর প্রজ্ঞাবান্।

হে সদাপ্রভো, তোমার কর্ম্ম কেমন বহুবিধ! তুমি প্রজ্ঞাদ্বারা সে সমস্তের রচনা করিয়াছ; ভূমণ্ডল তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। গীত ১০৪; ২৪।

আমাদের প্রভু মহান্ ও অতিশয় শক্তিমান্; তাঁহার বিবেচনা গণনা করা যায় না। গীত ১৪৭; ৫।

তিনি আপন শক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, নিজ জ্ঞানে জগৎ স্থাপন করিয়াছেন, ও নিজ বুদ্ধিতে গগণ মণ্ডল বিস্তারিত করিয়াছেন। যির ১০; ১২।

আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অনুপলক্ষ্য! এবং তাঁহার পথ সকল কেমন অননুসন্ধেয়! রোম ১১; ৩৩।

এমন যে একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা যুগে ২ তাঁহার মহিমা হউক। আমেন্। রোম ১৬; ২৭।

সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান্ ঈশ্বরের প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও

কর্ত্তৃত্ব যেমন সকল যুগের পূর্ব্বাবধি এখন পর্য্যন্ত আছে, তেমনি সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন্। যিহূদা ২৫ পদ।

---

## ৭। ঈশ্বর পবিত্র।

তোমরা পবিত্র হও, কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যে আমি, আমিই পবিত্র। লেবী ১৯; ২।

কেননা তিনি পবিত্র ঈশ্বর ও স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর। যিহো ২৪; ১৯।

সদাপ্রভুর ন্যায় পবিত্র কেহই নাই; তুমি ব্যতীত আর ঈশ্বর কেহ নাই, এবং আমাদের ঈশ্বরের তুল্য ধর নাই। শিমূ ২; ২।

পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ। যিশা ৬; ৩।

কেননা একমাত্র তুমি সাধু, এবং যাবতীয় জাতি আসিয়া তোমার সাক্ষাতে ভজনা করিবে, কারণ তোমার ধর্ম্মবিচারাজ্ঞা প্রত্যক্ষ হইল। প্রকা ১৫; ৪।

## ৮। ঈশ্বর ন্যায়বান্।

দুষ্টের সহিত ধার্ম্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম্ম আপনা হইতে দূরে থাকুক; ও ধার্ম্মিককে দুষ্টের সমান করা আপনা হইতে দূরে থাকুক। সমস্ত পৃথিবীর বিচার কর্ত্তা কি ন্যায় বিচার করিবেন না? আদি ১৮; ২৫।

তিনি ধরস্বরূপ, তাঁহার কর্ম্ম যথার্থ, কেননা তাঁহার সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, এবং তাঁহাতে কোন অন্যায় নাই; তিনি ধার্ম্মিক ও সরল। ২ বিব ৩২; ৪।

ঈশ্বর তো কখন দৌর্জন্য করেন না, ও সর্ব্বশক্তিমান কখন বিচার বিপরীত করেন না। ইয়োব ৩৪; ১২।

ধর্ম্ম ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের ভিত্তিমূল; দয়া ও সত্য তোমার শ্রীমুখের অগ্রগামী। গীত ৮৯; ১৪।

আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই, আমি ধর্ম্মশীল ও ত্রাণকারি ঈশ্বর, আমি ছাড়া অন্য নাই। যিশ ৪৫; ২১।

আমি সদাপ্রভু পৃথিবীতে দয়া ও বিচার ও ধর্ম্ম প্রচলিত করি, কারণ সদাপ্রভু কহেন, ঐ সকলেতে আমি প্রীত হই। যির ৯; ২৪।

তিনি এমন এক দিন স্থির করিয়াছেন, যে দিনে আপনার নিরূপিত এক পুরুষদ্বারা ন্যায়েতে জগৎ সংসারের বিচার করিবেন এবং তাঁহার বিষয়ে সকলের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়াছেন, ফলতঃ মৃতগণের মধ্য হইতে তাঁহাকে উত্থাপন করিয়াছেন। প্রেরিত ১৭; ৩১।

যদি আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তবে তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্ম্মময়, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং যাবতীয় অধার্ম্মিকতা হইতে আমাদিগকে শুচি করিবেন। ১ যোহ ১; ৯।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রভো, তোমার ক্রিয়া সকল মহৎ ও আশ্চর্য্য; হে জাতিগণের রাজন্ তোমার সকল মার্গ ন্যায্য ও যথার্থ। প্রকা ১৫; ৩।

## ৯। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ ও করুণাময়।

তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু স্নেহশীল ঈশ্বর; তিনি তোমাকে ত্যাগ করিবেন না, ও তোমার বিনাশ করিবেন না। ২ বিব ৪; ৩১।

সদাপ্রভুর স্তবগান কর, কারণ তিনি মঙ্গলদাতা ও তাঁহার দয়া অনন্তকালস্থায়ী। ১ বংশ ১৬; ৩৪।

ঈশ্বর সদাপ্রভু কৃপাবান ও স্নেহশীল; যদি তোমরা তাঁহার প্রতি

ফির, তবে তিনি তোমাদের হইতে বিমুখ হইবেন না। ২ বংশ ৩০ ; ৯।

হে প্রভো, তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও ক্ষমাবান্ এবং যাহারা তোমাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করে, সেই সকলের প্রতি তুমি দয়াতে মহান্। গীত ৮৬ ; ৫।

হে প্রভো, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাবান ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান্। গীত ৮৬ ; ১৫।

সদাপ্রভু স্নেহশীল ও কৃপাময়, ক্রোধে ধীর ; ও দয়াতে মহান্। গীত ১০৩ ; ৮।

পৃথিবীর উপরে গগণমণ্ডল যত উচ্চ, আপন ভয়কারিদের উপরে তাঁহার দয়াও তত প্রভাবান্বিত। পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করে, সদাপ্রভু আপন ভয়কারিদের প্রতি তেমনি করুণা করেন। সদাপ্রভুর দয়া আপন ভয়কারিদের উপরে যুগানুক্রমের আদ্যন্ত পর্য্যন্ত থাকে। গীত ১০৩ ; ১১, ১৩, ১৭।

সদাপ্রভুর বিবিধ দয়ার গুণে আমরা নিঃশেষে নষ্ট হই নাই ; কেননা তাঁহার করুণা শেষ হয় নাই। বিলাপ ৩ ; ২২।

করুণা ও ক্ষমা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের, বস্তুতঃ আমরা তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছি। দানি ৯ ; ৯।

আপন আপন বস্ত্র না চিরিয়া অন্তঃকরণ চির, ও আপনাদের ঈশ্বরসদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইস ; কেননা তিনি কৃপাবান ও স্নেহ শীল, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্ এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনকারী। যোয়েল ২ ; ১৩।

কে তোমার তুল্য ঈশ্বর ? কে তোমার ন্যায় অপরাধ ক্ষমাকারী ? আমাদের ঈশ্বর দয়াতেই প্রীত হন বলিয়া নিত্য ক্রোধ রাখেন না। মীখা ৭ ; ১৮।

আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বর ধন্য ; তিনিই করুণাময় পিতা এবং যাবতীয় সান্ত্বনার আকর। ২ কর ১ ; ৩।

দয়াধনে ধনবান্ ঈশ্বর মহাপ্রেমেতে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন; অনুগ্রহেতেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ। তিনি আগামী যুগপর্য্যায়ে আপনার অনুপম অনুগ্রহধন প্রকাশ করেন। ইফিষ ২; ৪, ৭।

কতক লোক যাহা দীর্ঘসূত্রতা জ্ঞান করে, প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে তদনুরূপ দীর্ঘসূত্রী নহেন; কিন্তু আমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কেননা কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমত মানস তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনঃ পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়, এই তাঁহার ইচ্ছা। ২ পিতর ৩; ৯।

---

## ১০। ঈশ্বর সত্য ও বিশ্বস্ত।

ঈশ্বর মনুষ্য নহেন, যে মিথ্যা কহিবেন; এবং তিনি মনুষ্যের সন্তান নহেন, যে অনুতাপ করিবেন; তিনি কহিয়া কি সফল করিবেন না? ও বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না? গণনা ২৩; ১৯।

দেখ মর্ত্তমাত্রের যে পথ [গন্তব্য], অদ্য আমি সেই পথে যাইতেছি, অতএব তোমরা সমস্ত অন্তঃকরণে ও সমস্ত বুদ্ধিতে ইহা জ্ঞাত হও, যে তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের বিষয়ে যত মঙ্গল বাক্য কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটীও বিফল হয় নাই; তোমাদের পক্ষে সকলই সফল হইয়াছে, একটীও বিফল হয় নাই। যিহো ২৩; ১৪।

তিনি আপনার ভয়কারিগণকে আহার দেন; তিনি আপনার নিয়ম অনন্তকাল স্মরণ করেন। * * তাঁহার হস্তের কর্ম্ম সত্য ও ন্যায্য; তাঁহার সমস্ত বিধি বিশ্বসনীয়। তাহা অনন্তকালের যুগানুক্রমে স্থির, [তাহা] সত্যে ও সরলভাবে সাধিত। ১১১ গীত ৫, ৭-৮।

মনুষ্যের যে পরীক্ষা সম্ভব হয়, তদ্ব্যতীত অন্য পরীক্ষা তোমাদের

প্রতি ঘটে নাই; আর ঈশ্বর বিশ্বাস্য, তিনি তোমাদের প্রতি শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না; কিন্তু যাহাতে সহ্য করিতে পার, পরীক্ষার সহিত উত্তরণের এমত উপায়ও করিবেন। ১ কর ১০; ১৩।

অতএব যাহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে দুঃখভোগ করে, তাহারাও তাঁহাকে বিশ্বসনীয় সৃষ্টিকর্ত্তা জানিয়া সদাচরণ করিতে করিতে আপন আপন জীবাত্মাকে তাঁহার হস্তে গচ্ছিত করিয়া রাখুক। ১ পিতর ৪; ১৯।

---

## ১১। ঈশ্বর অপরিবর্ত্তনীয়।

কেননা আমি সদাপ্রভু, আমার বিকার হয় না; এবং তোমরা যাকোবের সন্তান, তোমাদের বিনাশ হয় না। মালা ৩; ৬।

যাবতীয় উত্তম দান এবং যাবতীয় সিদ্ধ বর উর্দ্ধ হইতে নামিয় আইসে, অর্থাৎ অবস্থান্তর কিম্বা পরিবর্ত্তন জন্য ছায়া যাঁহাতে সম্ভবে না, জ্যোতির্গণের সেই পিতা হইতে তাহা আইসে। যাকোব ১; ১৭।

---

## ১২। ঈশ্বর বুদ্ধির অগম্য।

তিনি অচিন্তনীয় মহাকার্য্য ও অগণনীয় আশ্চর্য্য ক্রিয়া করেন। ইয়োব ৯; ১০।

দেখ, ঈশ্বর উচ্চ ও আমাদের বোধের অগম্য; তাঁহার সম্বৎসরের সংখ্যার অনুসন্ধান পাওয়া যায়।না। ইয়োব ৩৬; ২৬।

তোমার ঘুঘুর প্রাণকে ঐ ঝাঁকে সমর্পণ করিও না; তোমার দুঃখিগণের ঝাঁককে সদাকালের নিমিত্তে বিস্মৃত হইও না। গীত ৭৪; ১৯।

সদাপ্রভু মহান্ ও অতি কীর্ত্তনীয়; এবং তাঁহার মহিমা অনুপলক্ষ্য। গীত ১৪৫; ৩।

তুমি কি জান নাই এবং শুনও নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর প্রান্ত সকলের স্থষ্টিকর্ত্তা, তিনি ক্লান্ত হন না, ও শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না। যিশা ৪০; ২৮।

আমার পিতা কর্ত্তৃক সকলই আমাতে সমর্পিত হইয়াছে; এবং পিতা ভিন্ন আর কেহ পুত্রের তত্ত্ব জানে না, এবং পুত্র ভিন্ন আর কেহ পিতার তত্ত্ব জানে না; কেবল পুত্র যাহার নিকটে [তাহা] প্রকাশ করিতে মানস করেন, সেও [তাহা] জানে। মথি ১১; ২৭।

আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও বিদ্যা কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সকল কেমন অননুসন্ধেয়! কেননা প্রভুর মতি কে জানিয়াছে? এবং তাঁহার মন্ত্রী বা কে হইয়াছে? রোম ১১; ৩৩, ৩৪।

## ১৩। ঈশ্বর নিত্যস্থায়ী।

পর্ব্বতগণের জন্ম এবং তোমাদ্বারা পৃথিবীর ও জগতের উৎপাদন হইবার পূর্ব্বাবধি তুমি অনাদি অনন্ত ঈশ্বর। গীত ৯০; ২।

হে সদাপ্রভো! তুমি অনন্তকালার্থে সুখাসীন, এবং তোমার স্মরণ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। * * উভয়ে বিনষ্ট হইবে, কিন্তু তুমি নিত্য; হাঁ সে সমস্ত বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ হইয়া পড়িবে, এবং তুমি পরিচ্ছদের ন্যায় খুলিলে, তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তুমি সেই আছ, তোমার বৎসর কখন শেষ হইবে না। গীত ১০২; ১২,২৬,২৭।

যিনি উচ্চ ও উন্নত, অনন্তকাল নিবাসী ও পবিত্র বলিয়া বিখ্যাত, তিনি এই কথা কহেন, আমি ঊর্দ্ধলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি; কেননা আমি নম্রদিগের আত্মাকে সঞ্জীবিত করিতে ও চূর্ণ লোকদের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিতে [যত্নবান]। যিশা ৫৭; ১৫।

সদাপ্রভু ঈশ্বর সত্য; তিনিই জীবনময় ঈশ্বর ও যুগপর্য্যায়ের রাজা; তাঁহার ক্রোধে পৃথিবী কম্পিত হয়, এবং তাঁহার কোপ পরজাতিদের অসহ্য। যির ১০; ১০ পদ।

## ১৪। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা ও শাসন কর্ত্তা।

আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। আদি ১; ১।

কেবল তুমিই সদাপ্রভু; তুমি স্বর্গ ও স্বর্গের [উপরিস্থ] স্বর্গ ও তাহার সমস্ত বাহিনী এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ সকল এবং সমুদ্র ও তন্মধ্যস্থ সকল নির্ম্মাণ করিয়াছ, এবং তুমি তাহাদের সকলের স্থিতি করিতেছ, এবং স্বর্গের বাহিনীও তোমার কাছে প্রণিপাত করে। নহিমিয় ৯; ৬।

সদাপ্রভুর বাক্যদ্বারা গগণমণ্ডল ও তাঁহার মুখের শ্বাসে তাহার সমস্ত বাহিনী নির্ম্মিত হইল। গীত ৩৩; ৬।

ইহারা সদাপ্রভুর নামের প্রশংসা করুক, কেননা তাঁহারই আজ্ঞামাত্রে তাহারা সৃষ্ট হইল। গীত ১৪৮; ৫।

দুই চটক পক্ষী কি এক পয়সাতে বিক্রয় হয় না? তথাচ তোমাদের পিতার [অনুমতি] বিনা তাহাদের একটিও ভূমিতে পড়ে না। মথি ১০; ২৯।

## ১৫। ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে সকল কার্য্য করেন।

তোমা হইতে ধন ও গৌরব হয়, এবং তুমি সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ; বল ও পরাক্রম তোমার হস্তগত, এবং সকলকে মহত্ব ও শক্তি দিতে তোমার হস্তের অধিকার আছে। ১ বংশা ২৯; ১২।

আমি মাতার গর্ত্ত হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি ও উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব। সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু লইলেন ; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক। ইয়োব ১ ; ২১।

দেখ, তিনি যদি হরণ করেন, তবে তাঁহাকে কে নিবারণ করিতে পারে ? "তুমি কি করিতেছ ?" ইহাই বা তাঁহাকে কহা কাহার সাধ্য। ইয়োব ৯ ; ১২।

ঈশ্বরই শাসন কর্ত্তা ; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন। গীত ৭৫ ; ৭।

মনুষ্যদের রাজ্যে পরাৎপর কর্তৃত্ব করেন, ও যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তাহা দেন, ও মনুষ্যদের মধ্যে অতি নীচ লোককে তাহার উপরে নিযুক্ত করেন, জীবিত লোকেরা যেন ইহা জানে, এই নিমিত্তে এই বার্ত্তা জাগরূক বর্গের নিরূপণ মূলক, এবং এই কথা পবিত্র বর্গের আজ্ঞাতে হইয়াছে। দানি ৪ ; ১৭।

---

## ১৬। মনুষ্যের আদিম অবস্থা ও পতন।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে, মনুষ্যকে নির্ম্মাণ করি ; তাহারা সমুদ্রচর মৎস্যগণের ও খেচর পক্ষিগণের, এবং পশুগণের, এবং সমস্ত পৃথিবীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপর কর্তৃত্ব করিবে। পরে ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন ; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। আদিপুস্তক ১ ; ২৬, ২৭।

তবু তুমি ঈশ্বরীয় দূতগণ অপেক্ষা তাহাকে অল্প মাত্র ন্যূন করিয়াছ, এবং প্রতাপ ও আদরনীয়তারূপ মুকুটে তাহাকে ভূষিত করিয়াছ। গীত ৮ ; ৫।

অতএব যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু

জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর এই প্রকারে মৃত্যু যাবতীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্যাপিল, এবং তাহার অধীনে সকলে পাপ করিল।

কারণ যেমন ঐ এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা ঐ অনেকে পাপী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তেমনি আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা সেই অনেকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। রোমীয় ৫; ১২,১৯।

## ১৭। মনুষ্যের ভ্রষ্টতা ও পাপ।

মর্ত্ত্য কি? সে কি পবিত্র হইতে পারে? অবলাজাত মনুষ্য কি ধার্ম্মিক হইতে পারে? দেখ, তিনি আপনার পবিত্রগণেতেও বিশ্বাস করেন না, তাঁহার দৃষ্টিতে আকাশও নির্ম্মল নহে। তবে জলের মত অন্যায় পায়ী মনুষ্য কেমন ঘৃণার্হ ও মলিন। ইয়োব ১৫; ১৪, ১৫, ১৬।

বিবেচক ও ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কিনা, ইহা দেখিবার জন্যে সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। সকলে বিপথগামী ও একেবারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহই নাই, এক জনও নাই। গীত ১৪; ২, ৩।

দেখ, অপরাধে আমার জন্ম হইয়াছে; ও পাপে আমার মাতা আমাকে গর্ব্ভে ধারণ করিয়াছে। গীত ৫১; ৫।

বিবেচক ও ঈশ্বরের অন্বেষণকারী কেহ আছে কি না; ইহা দেখিবার জন্যে ঈশ্বর স্বর্গ হইতে মনুষ্য সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন। সকলেই বিপথগামী ও একেবারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে; সৎকর্ম্ম করে, এমত কেহ নাই, এক জনও নাই। গীত ৫৩; ২,৩।

আমি আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছি, ও নিজ পাপ হইতে শুচি হইয়াছি, এমত কথা কে বলিতে পারে? হিতো ২০; ৯।

আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত ছিলাম, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিগে ফিরিয়াছিলাম; কিন্তু সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপর বর্ত্তাইলেন। যিশা ৫৩; ৬।

অন্তঃকরণ সর্ব্বাপেক্ষা কপটময়; এবং তাহার রোগ অপ্রতীকার্য্য, কে তাহা জানিতে পারে? যিরমিয় ১৭; ৯।

যেমন লিপি আছে, ধার্ম্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই।

কারণ সকলে পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের প্রতাপ বিহীন আছে। রোমীয় ৩; ১০,২৩।

যেহেতুক আমি জানি যে আমাতে, অর্থাৎ আমার শরীরে, উত্তম কিছুই বাস করে না; আমার বাঞ্ছা সম্ভবে বটে, কিন্তু উত্তমের সম্পাদন সম্ভবে না। রোমীয় ৭; ১৮।

কেননা শারীরিক অভিলাষ আত্মার প্রতিকূল, এবং আত্মার অভিলাষ শরীরের প্রতিকূল। বস্তুতঃ এই উভয়ে পরস্পর প্রতিরোধ করত, তোমাদিগকে বাঞ্ছামত কর্ম্ম করিতে দেয় না, গালা ৫; ১৭।

যে ব্যক্তি পাপাচরণ করে, সে দিয়াবল সম্বন্ধীয়, কেননা দিয়াবল আদি অবধি পাপ করিতেছে। দিয়াবলের কর্ম্ম সকল লোপ করিবার নিমিত্তেই ঈশ্বরের পুত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছেন। ১ যোহন ৩; ৮।

কিন্তু প্রাণীসম মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার ভাব গ্রাহ্য করে না কেননা তাহার কাছে তাহা মূর্খতা বোধ হয়; এবং সে তাহা জানিতেও পারে না, কারণ তাহা আধ্যাত্মিক বিচারের অপেক্ষা করে। ১ কর ২; ১৪।

## ১৮। মনুষ্য পতিত ও মন্দ আত্মার কর্ত্তৃত্বের অধীন।

ক্ষেত্র জগৎ ; ভাল বীজ রাজ্যের সন্তানগণ ; শ্যামাঘাস পাপাত্মার সন্তানগণ ; যে শত্রু তাহা বুনিয়াছিল, সে দিয়াবল ; ছেদনের সময় যুগান্ত ; ছেদকেরা [স্বর্গীয়] দূতগণ। মথি ১৩ ; ৩৮ ৩৯।

তোমরা আপনাদের পিতা দিয়াবলের সম্বন্ধীয়, এবং তোমাদের সেই পিতার অভিলাষ সকল পূর্ণ করিতে ভাল বাস ; সে আদি অবধি মনুষ্য ঘাতক ছিল, এবং সে সত্যে অবস্থিত নয়, কারণ তাহার অন্তরে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা কহে, তখন আপনার নিজস্ব হইতে কহে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা। যোহন ৮ ; ৪৪।

তাহাতে পিতর কহিল, অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় পূর্ণ করিয়া তোমাকে পবিত্রাত্মার কাছে মিথ্যা কথা কহিতে এবং ভূমির মূল্য হইতে কিছু আত্মসাৎ রাখিতে [প্রবৃত্ত করিয়াছে ?] প্রেরিত ৫ ; ৩।

ফলতঃ তাহাদিগেতে [দেখা যায় যে] এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ করিয়াছে, পাছে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার তেজ প্রকাশক সুসমাচার রূপ দীপ্তি তাহাদের প্রতি বিরাজমান হয়। ২ কর ৪ ; ৪।

তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্ত্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেম ভূমি পুত্রের রাজ্যস্থ প্রজা করিয়াছেন। কল ১ ; ৩।

ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ ব্যক্ত হয়। যে কেহ ধর্ম্মাচরণ না করে, সে ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় নহে ; এবং যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে, [সেও নয়]। ১ যোহন ৩ ; ১০।

## ১৯। মনুষ্য পতিতাবস্থায় ঈশ্বরকে জানে না এবং তাঁহাকে ও তাঁহার উপায় ঘৃণা করে।

তাহারা ঈশ্বরকে কহে, "তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে ইচ্ছা করি না। সর্ব্বশক্তিমান্ কে যে তাঁহার আরাধনা করি? ও তাঁহার কাছে অনুরোধ করণে আমাদের কি লাভ? ইয়ো ২১; ১৪,১৫।

আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক বিবেচনা করে না; তাহারা কদাচারে পটু, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞান। যির ৪; ২২।

আমি কাহাকে বলিয়া সাক্ষ্য দিলে, উহারা মনোযোগ করিবে? দেখ, তাহাদের কর্ণ অচ্ছিন্নত্বক্, তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ, সদাপ্রভুর বাক্য তাহাদের ধিক্কারের বিষয় হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কিছুই সন্তোষ হয় না। যির ৬; ১০।

তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহাদ্বারা হইয়াছিল, তথাপি জগৎ তাঁহাকে জ্ঞাত ছিল না। তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। যোহ ১; ১০, ১১।

জগতে আলো আনিয়াছেন, কিন্তু মনুষ্যেরা আলো হইতে অন্ধকার অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম্ম মন্দ ছিল। যোহ ৩; ১৯।

জগৎ তাঁহাকে (ঈশ্বরের আত্মাকে) গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না ও জানে না। যোহন ১৪; ১৭।

ক্রুশের কথা বিনাশ পাত্রদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণের পাত্র যে আমরা আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের প্রভাবস্বরূপ। ১ কর ১; ১৮।

ঈশ্বরের বিজ্ঞানে জগৎ বিজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই,

এই জন্যে ঘোষণারূপ মূর্খতাদ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের হিত সঙ্কল্প হইল। ১ কর ১; ২১।

দেখ, পিতা আমাদিগকে কেমন প্রেম প্রদান করিয়াছেন, যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বিখ্যাত হই; আর আমরা তাহা আছি; এই জন্যে জগৎ আমাদিগকে জানে না, কারণ সে তাঁহাকে জানে নাই। ১ যোহ ৩; ১।

---

## ২০। পাপের দোষ ও কলঙ্ক।

তথাপি তাহারা ঈশ্বরকে কহে, তুমি আমাদের নিকট হইতে দূর হও, এবং আমরা তোমার পথ জানিতে ইচ্ছা করি না। সর্ব্বশক্তিমান কে? যে আমরা তাঁহার আরাধনা করি? ও তাঁহার কাছে অনুরোধ করণে আমাদের কি লাভ? ইয়োব ২১; ১৪,১৫।

বস্তুতঃ আমার প্রজারা অজ্ঞান, তাহারা আমাকে জানে না; তাহারা নির্ব্বোধ বালক, বিবেচনা করে না; তাহারা কদাচারে পটু, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞান। যিরমিয় ৪; ২২।

আমি কাহাকে বলিয়া সাক্ষ্য দিলে ইহারা মনোযোগ করিবে? দেখ তাহাদের কর্ণ অচ্ছিন্নত্বক্, তাহারা শুনিতে পায় না। দেখ সদাপ্রভুর বাক্য তাহাদের ধিক্কারের বিষয় হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কিছুই সন্তোষ হয় না। যিরমিয় ৬; ১০

তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, এবং জগৎ তাঁহাদ্বারা হইয়াছিল, তথাপি জগৎ তাঁহাকে জ্ঞাত ছিল না। তিনি নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না। যোহন ১; ১০,১১।

আর সেই বিচার এই, যে জগতে আলো আসিয়াছে; কিন্তু মনুষ্যেরা আলোহইতে অন্ধকারকে অধিক ভাল বাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম্ম মন্দ ছিল। যোহন ৩; ১৯।

ফলতঃ সত্য স্বরূপ আত্মাকে দিবেন। জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না এবং জানে না; কিন্তু তোমরা তাঁহাকে জান, যেহেতুক তিনি তোমাদের নিকটে বাস করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন। যোহন ১৪ ; ১৭।

কেননা ক্রুশের কথা বিনাশপাত্রদের কাছে মূর্খতা; কিন্তু পরিত্রাণের পাত্র যে আমরা, আমাদের কাছে তাহা ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপ।

ফলতঃ ঈশ্বরের বিজ্ঞানে জগৎ বিজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে জ্ঞাত হয় নাই, এই জন্য ঘোষণারূপ মূর্খতাদ্বারা বিশ্বাসকারীদের পরিত্রাণ করিতে ঈশ্বরের হিত সংকল্প হইল। ১করন্থীয় ১ ; ১৮-২১।

---

## ২১। মানুষ আপনাকে আপনি উদ্ধার করিতে পারে না।

মনুষ্য যদি মনুষ্যের বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে ঈশ্বর তাহার বিচার করিবেন; কিন্তু মনুষ্য যদি সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করে, তবে তাহার পক্ষে কে প্রার্থনা করিবে। তথাপি তাহারা আপন পিতার বাক্যে অবধান করিত না, কেননা তাহাদিগকে বধ করা সদাপ্রভুর অভিরুচি ছিল। তজ্জন্য ইস্রায়েলের সদাপ্রভু ঈশ্বর কহেন, তোমার কুল ও তোমার পিতৃকুল যুগানুক্রমে আমার সম্মুখে পরিচর্য্যা করিবে, এই কথা আমি নিশ্চয় কহিয়াছিলাম; কিন্তু এখন সদাপ্রভু কহেন, তাহা আমাহইতে দূরে থাকুক। কেননা যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব; কিন্তু যাহারা আমাকে তুচ্ছ করে; তাহারা লঘু জ্ঞান হইবে। ১ শমূয়েল ২ ; ২৫,৩০।

সদাপ্রভু ধার্ম্মিকের পরীক্ষা করেন, কিন্তু দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যপ্রিয় লোক; তাঁহার প্রাণের ঘৃণাস্পদ। তিনি দুষ্টদের উপরে শাপ,

অগ্নি ও গন্ধক বর্ষাইবেন, এবং প্রচণ্ড বায়ু তাহাদের পানপাত্রস্থ পেয় দ্রব্য। গীত ১১ ; ৫, ৬।

সদাপ্রভুর মুখ দুরাচারীদের প্রতিকূল ; তিনি পৃথিবী হইতে তাহাদের স্মরণ উচ্ছিন্ন করিবেন। গীত ৩৪ ; ১৬।

আমি ডাকিলে, তোমরা আসিতে সম্মত হইলা না, ও হস্ত বিস্তার করিলে, কেহ মনোযোগ করিলা না ; কিন্তু আমার সমস্ত পরামর্শ ত্যাজ্য করিলা, ও আমার অনুযোগ বাঞ্ছা করিলা না ; এই কারণ তোমাদের বিপদ কালে আমিও হাসিব, ও তোমাদের ভয় উপস্থিত হইলে পরিহাস করিব। যখন ঝঞ্ঝার ন্যায় তোমাদের আশঙ্কা উপস্থিত হইবে, ও ঘূর্ণবায়ুর ন্যায় তোমাদের বিপদ আসিবে, ও যখন সঙ্কট ও সঙ্কোচ তোমাদের প্রতি ঘটিবে, তৎকালে সকলে আমাকে আহ্বান করিবে, কিন্তু আমি উত্তর দিব না ; তাহারা অতন্দ্রিত হইয়া আমার অন্বেষণ করিবে, কিন্তু আমার উদ্দেশ পাইবে না। কারণ তাহারা জ্ঞান ঘৃণা করিত, ও সদা-প্রভুর ভীতি মনোনীত করিত না ; আমার পরামর্শে সম্মত হইত না, ও আমার অনুযোগ বাক্য সকল তুচ্ছ করিত। অতএব তাহারা আপন ২ আচরণের ফল ভোগ করিবে, ও আপন আপন কুপরা-মর্শে উদর পূর্ণ করিবে। হিতোপদেশ ১ ; ২৪–৩১।

সদাপ্রভু কহেন, দুষ্ট লোকদের কিছুই শান্তি হয় না। যিশায়াহ ৪৮ ; ২২।

দেখ, যাবতীয় প্রাণ আমার ; যেমন পিতার প্রাণ আমার, তদ্রূপ সন্তানের প্রাণও আমার ; যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে। যে প্রাণী পাপ করে সেই মরিবে ; পিতার অপরাধরূপ ভার পুত্র বহন করিবে না ও পুত্রের অপরাধরূপ ভার পিতা বহন করিবে না ; ধার্ম্মিকের ধার্ম্মিকতা ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহারই মস্তকে বর্ত্তিবে। যিহিষ্কেল ১৮ ; ৪, ২০।

বস্তুতঃ যাহারা অধার্ম্মিকতাতে সত্যরুদ্ধ করে, এমন মনুষ্যদের

যাবতীয় ভক্তি লঙ্ঘনের ও অধার্ম্মিকতার উপরে স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশিত হইতেছে। রোমীয় ১; ১৮।

অতএব এক মনুষ্যদ্বারা পাপ, ও পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবিষ্ট হইল, আর এই প্রকারে মৃত্যু যাবতীয় মনুষ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ব্যাপিল, এবং তাহার অধীনে সকলে পাপ করিল। রোমীয় ৫; ১২।

কেননা পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর দত্ত বর আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন। রোমীয় ৬; ২৩।

বস্তুতঃ শরীরের [বশবর্ত্তী] ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি স্বরূপ। রোমীয় ৮; ৬।

মাৎসর্য্য, নরহত্যা, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্যান্য দোষ। এই সকলের বিষয় যেমন আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে কহিয়াছি, তেমনি পুনরায় অগ্রে কহিতেছি, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। গালাতীয় ৫; ২১।

কেননা তোমরা নিশ্চয় জান, বেশ্যাগামী কি অশুদ্ধাচারী কিম্বা প্রতিমাপূজক বিশেষ যে লোভী, এমত কেহই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। অনর্থক বাক্যদ্বারা তোমাদিগকে ভুলাইতে কাহাকেও দিও না; কেননা এই ২ দোষ প্রযুক্ত অনাজ্ঞাবহতার সন্তানগণের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ বর্ত্তে। ইফিষীয় ৫; ৫-৬।

ইহার অভিপ্রায় এই, যাহারা সত্যে বিশ্বাস না করিয়া অধার্ম্মিকতাতে প্রীত হয়, সেই সকলের বিচার করা যাইবে। ২ থিষলনীকী ২; ১২।

আপনার এই দাসকে বিচারে আনিও না, কেননা তোমা সাক্ষাতে কোন প্রাণী ধার্ম্মিক নয়। গীত ১৪৩; ২।

আমরা তো সকলে অশুচি দ্রব্যের ন্যায় হইয়াছি, ও আমাদে ধার্ম্মিকতা যাবতীয় মলিন বস্ত্রের সমান; আর আমরা সকে

পত্রের ন্যায় জীর্ণ, তাহাতে আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। যিশা ৬৪; ৬।

যেহেতুক তাঁহার সমক্ষে ব্যবস্থানুরূপ ক্রিয়াহেতু কোন মর্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না, কেননা ব্যবস্থাদ্বারা পাপের পরিচয় হয়। রোমীয় ৩; ২০।

তথাপি ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণদ্বারা, মনুষ্যকে ধার্ম্মিক করা যায়, ইহা জানাতে আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করণ হেতু ধার্ম্মিকীকৃত হই; কারণ ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া হেতু কোন মর্ত্যকে ধার্ম্মিক করা যাইবে না।

আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করি না; যেহেতুক ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্ম্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট নিষ্প্রয়োজনে মরিলেন। গালাতীয় ২; ১৬, ২১।

তবে ব্যবস্থা কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কলাপের প্রতিকূল? এমন না হউক। ফলতঃ যদি জীবন দানে সমর্থ বলিয়া ব্যবস্থা দত্ত হইত, তবে ধার্ম্মিকতা অবশ্য ব্যবস্থা মূলক হইত। গালাতীয় ৩; ২১।

কেননা অনুগ্রহেতেই বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং তাহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরের দান আছে; তাহা কর্ম্মের ফল নয়; কেহ যেন শ্লাঘা না করে। ইফিষীয় ২; ৮-৯।

তখন তিনি আমাদের কৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম হেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন। তীত ৩; ৫।

---

## ২২। কেবল ঈশ্বর হইতে পরিত্রাণ।

হে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা ঈশ্বর, আপন নামের গৌরবার্থে আমাদের সাহায্য কর, ও আপন নামের গুণে আমাদিগকে উদ্ধার কর, ও আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর। গীত ৭৯; ৯।